VIVEKANANDA COLLEGE
THAKURPUKUR
KOLKATA-700063

NAAC ACCREDITED 'A' GRADE

Topic: কপালকুণ্ডলা

Course Title: বাংলা সাহিত্য:প্রবেশক পাঠ

Paper: 4

MODULE: 2 (ক)

Semester: 2

Name of the Teacher: PROF. SUBRATA SAMANTA

Name of the Department: Bengali

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে 'ইতিহাস' -এর প্রসঙ্গ

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক ইতিহাস ছিল তার অন্যতম প্রিয় একটি বিষয়। এই ইতিহাস তাঁর উপন্যাস গুলিকে যেমন তথ্যনিষ্ঠ করে তুলেছে, তেমনি তাঁকে স্বদেশের ইতিহাস সন্ধানে অনুপ্রেরিত করেছে। কপালকুণ্ডলা তাঁর কল্পনা প্রধান উপন্যাস হলেও তাকে ইতিহাস স্পর্শ করেছে। গ্রন্থের আরম্ভ হয়েছে একটি কাল নির্দেশ দিয়ে, কপালকুণ্ডলা রচিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীর উদয়কাল। তখন ভারতবর্ষের সিংহাসনে মুঘল সম্রাট আকবর সেলিমের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে সেলিম জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে বাদশাহ হন। এই ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো একটি ইতিহাস বিখ্যাত কাহিনীর একাংশ। তা হলো মেহেরুন্নেসার কাহিনী। কোন এক উৎসব দিবসে সেলিমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ

হয়, উভয়ই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু মেহেরের বিবাহ পূর্বেই স্থির হয়েছিল বর্ধমানের শের আফগানের সঙ্গে। বাঞ্ছা করলেও নিরপেক্ষ আকবরশাহ এর নির্দেশে শের আফগানের সঙ্গেই বিবাহ হয়। যদিও সেলিম এবং মেহের কেউই কাউকে বিস্মৃত হননি।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে আগ্রার ইতিহাসযুক্ত হয়েছে বাংলার একটি সরল বালিকার ভাগ্য পরিণামের সঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা অপূর্ব কৌশলে এই দুটিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। শুধু তাই নয় ইতিহাসের পটে অঙ্কন করেছেন কাহিনীর প্রতিনায়িকা লুৎফন্নিসাকে। যদিও এই চরিত্রটি ঐতিহাসিক চরিত্র নয় তবুও বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ইতিহাসের অচেনা মহলে রোমান্স জমে উঠেছে এবং সেই রস লিপ্ত হয়েছে একটি শান্ত গৃহ জীবনে।

বাংলাদেশ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অবস্থা কেমন ছিল বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন এবং সেই সুযোগে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রে কাহিনীর গ্রন্থিবন্ধন করেছেন। তখন জলপথে পর্তুগিজ এবং অন্যান্য দস্যুদের ভয় ছিল। সাগরবক্ষের ইউরোপীয় বণিক জাতির সমুদ্রপথ শ্বেতপক্ষ বিস্তার করে চলাচল করতো, তারা শুধু বাণিজ্য করতো না দস্যুবৃত্তিও করত । বালিকা কপালকুণ্ডলা খ্রিষ্টান তস্কর কর্তৃক অপহৃতা হয়েছিলেন এবং সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। এই সময়ে পাঠানরা আকবরশাহ কর্তৃক বঙ্গদেশ থেকে দূরীভূত হয়ে উড়িষ্যায় বসতি স্থাপন করেছিল। আকবর বাদশাহ তাদের দমন করতে চেষ্টা করেন, ফলে যুদ্ধ বেধে গেল। এই যুদ্ধকালে পদ্মাবতীর পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল পাঠানসেনার হাতে অবরুদ্ধ হয়ে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পদ্মাবতীর সমাজচ্যুতি ও নবকুমারের সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণ এই ঐতিহাসিক ঘটনা। পদ্মাবতীর লুৎফন্নিসা নাম ধারণ এবং আগ্রায় উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের সূত্র এই ঘটনা।

আকবর শাহের পাঠান দমন কার্যকরী হয়নি। যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। যুদ্ধে লুৎফার ভাই আহত হয়েছিলেন এই মিথ্যা ছল করে আজিম খাঁ লুৎফাকে উড়িষ্যার খবর নিতে পাঠান।

তখনকার দিনে স্থলপথে দস্যুদের ভয় ছিল, প্রকাশ্য রাজপথে নরহত্যা হত, মহিলাদের অলংকার লুণ্ঠিত হতো এবং তাঁরা লাঞ্ছিত হতেন। ফেরার সময় মেদিনীপুরের রাজপথে মতিবিবি ও লাঞ্ছিত হন এবং এই সূত্র ধরেই দীর্ঘদিন পরে তাঁর স্বামী নবকুমারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। নবকুমারের বাসস্থান সপ্তগ্রাম ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ। একদিন এই সপ্তগ্রাম ছিল সমৃদ্ধিশালী নগর।

সপ্তগ্রামের এক নির্জন ঔপনাগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। তাঁর বাটীর পশ্চাদ্ভাগে বিস্তৃত নিবিড় বন, সম্মুখে ক্রোশার্ধ দূরে একটি খাল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলাকে সমাজে এনে এই বন পরিবেশে স্থাপন করেছেন, আর সপ্তগ্রামের যে অংশ তখনও শ্রীভ্রষ্ট হয়নি সে অংশে অট্টালিকায় এনেছেন নবপ্রেমবাসনায় উন্মাদিনী লুৎফন্নিসাকে। ইতিহাসের শেষের এই দুই অংশ এইভাবে চরিত্রভেদে বৈপরীত্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।

যদিও কপালকুণ্ডলা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় তবুও নানাদিক থেকে ইতিহাস উপন্যাসের কাহিনী, ঘটনা এবং চরিত্রকে চালিত করেছে। ইতিহাস কাহিনীর শূন্যস্থান পূরণ করেছে, কপালকুণ্ডলা ও লুৎফন্নিসার পূর্ব জীবনের পরিচয় উদঘাটিত করেছে। সর্বোপরি ইতিহাস

এখানে শান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের উপর সুদূরের আলো ফেলে লালসার উদ্দামতা, ঐশ্বর্যের বিলাস, রোমান্সের বিস্ময় এবং চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি করেছে।